ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-৩৬৬৩

আগরতলা, ৭ নভেম্বর, ২০২৫

জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে অ্যানিউরিজম কয়েলিংজয় জীবনযুদ্ধে রোগীর এ-

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর গভর্নমেন্ট আগরতলা ও প্রচেষ্টায় আন্তরিক সাহার মানিক (ডাঃ)মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ) অনুপ সাহা এবং জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী স্থাপন দৃষ্টান্ত নতুন এক পরিষেবায় চিকিৎসা নিউরোলজি রাজ্যে সহযোগিতায় সম্মিলিত এর-ডিপার্টমেন্ট। নিউরোলজি হাসপাতালের জিবিপি করেছে আগরতলার বনমালীপুর এলাকার ৫৪ বৎসর বয়সী এক বাসিন্দার জীবন যখন এক কঠিন মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তখনই ত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েজিবিপি হাসপাতালে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীর অভিভাবকরা সাময়িকভাবে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। গত ২২অক্টোবর ২০২৫ জিবিপি হাসপাতালে রোগীর এমআরআই নভেম্বর ৩ গত এরপর হয়। করা (এনজিওগ্রাফি) এমআরআই এবং (ব্রেইন), ২০২৫ রোগীকে আবার জিবিপি হাসপাতালের এসএস ব্লকে নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করা হয়। এই ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীর রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে দেখেন রোগী অ্যানিউরিজমভুগছেন এ-। যার ফলে মস্তিষ্কের রক্তনালীতে এমন একটি ফোলা, যা ফেটে গেলে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট, নিউরো ইন্টারভেনশনিস্ট-করেন। অবগত সম্পর্কে রোগীরঅবস্থা অভিভাবকদেরকে রোগীর নাথ লাল আবীর ডাঃ স্পেশালিস্ট স্ট্রোক ও অভিভাবকদেরকে নাথরোগীর ডাঃ জানান, ডিএসএএবং কয়েলিং পদ্ধতির মাধ্যমেই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব। এছাড়াও তিনি রোগীর অভিভাবকদের আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই কয়েলিং প্রক্রিয়া করে দেবার আশ্বাস দেন। রোগীর অভিভাবকরা চিকিৎসকের উপর আস্থা ও ভরসা রেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা শুরু করার সম্মতি দেন। এরপর শুরু হল জীবন যুদ্ধ। গত ৫ নভেম্বর, ২০২৫ প্রায় দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ব্যাপীঅ্যানিউরিজম কয়েলিং পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করেন বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট ডাঃ আবীর লাল নাথ। এই কঠিন লড়াইয়ে ডাঃ আবীর লাল নাথের সাথে উক্ত অস্ত্রোপচার ছিলেন নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট ডাঃ অর্পণ মিত্র এবং অ্যানেসস্থেটিস্ট ডাঃ মণিময় দেববর্মা। এই অস্ত্রোপচার অন্যান্যদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেননার্সিং অফিসার হিসেবে প্রাণকৃষ্ণদেব, তিতিক্ষা মজুমদার, দেবব্রত দেবনাথ এবং মানস দত্ত। এছাড়াও, ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ান হিসেবে ছিলেন সঞ্জয় ঘোষ ও অরিজিত পাল। দীর্ঘ তিন ঘণ্টার যুদ্ধ শেষে, সফলভাবে সম্পন্ন হলো রোগীর অ্যানিউরিজম কয়েলিং। জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলশ্রুতিতেই রোগী প্রাণ ফিরে পেলন। রোগীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ডাঃ আবীর লাল নাথেরসঙ্গে অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকদের উক্ত টিমে ছিলেন ডাঃ অভিজিৎ আচার্য, ডাঃ সুপ্রতিম সাহা, ডাঃ শুভ্রজিৎ দাস, ডাঃ পৌলমী নাগ, ডাঃ অর্কপ্রভ রায় চৌধুরী এবং নার্সিং অফিসার সেবিকা দত্ত, রোজি চক্রবর্তী, সুরজিৎ সূত্রধর, আর্ণিকা সিনহা, আবুল হোসেন প্রমুখ। সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগে রোগী নতুন জীবন লাভ করল। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভে ও সুস্থ হবার সাফল্যেরোগীর অভিভাবকগণ বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট ডাঃ আবীর লাল নাথ সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও ধন্যবাদ জানান।

******